20894 - মূর্তি ভাঙ্গার আবশ্যকতা

প্রশ্ন

ইসলামে প্রতিকৃতি ভাঙ্গা কি আবশ্যক; এমনকি সেটা যদি মানব ঐতিহ্য ও সভ্যতার ঐতিহ্য হয় তবুও? সাহাবায়ে কেরাম যখন বিভিন্ন দেশে জয় করলেন তখন তারা বিজিত দেশগুলোতে প্রতিকৃতিগুলো দেখা সত্ত্বেও সেগুলো ভাঙ্গেননি কেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

শরিয়তের দলিলগুলো মূর্তি ভাঙ্গা আবশ্যক হওয়ার সপক্ষে প্রমাণ বহন করে। এমন দলিলগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১। আবুল হাইয়্যাজ আল-আসাদি (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আলী বিন আবু তালেব (রাঃ) আমাকে বললেন: 'আমি কি তোমাকে সে কাজে পাঠাব না; যে কাজে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তুমি যত প্রতিকৃতি পাবে সেগুলোকে নষ্ট করবে এবং যত উঁচু কবর পাবে সেগুলোকে সমান করে দিবে।'[সহিহ মুসলিম (৯৬৯)]

২। আমর বিন আবাসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন: 'আপনি কী নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন? তিনি বললেন: আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, মূর্তি ভাঙ্গা এবং আল্লাহ্‌র এককত্ব প্রতিষ্ঠা ও তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা নিয়ে' প্রেরিত হয়েছি।'[সহিহ মুসলিম (৮৩২)]

মূর্তি ভাঙ্গার আবশ্যকতা আরও তাগিদপূর্ণ হয় যখন আল্লাহ্‌র বদলে সে সব মূর্তির পূজা করা হয়।

৩। জারীর বিন আব্দুল্লাহ্ আল-বাজালি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন: হে জারীর! তুমি আমাকে যুল খালাসা (এটি খাছআম গোত্রের একটি ঘর যাকে ইয়ামনী কাবা ডাকা হত) থেকে প্রশান্তি দিতে পার না? তিনি বলেন: তখন আমি দেড়শ অশ্বারোহী নিয়ে অভিযানের প্রস্তুতি নিলাম। আমি আমার ঘোড়ার উপর স্থির থাকতে পারতাম না। এ বিষয়টি আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উল্লেখ করলাম। তখন তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকের উপর আঘাত করলেন এবং বললেন: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا (হে আল্লাহ! তাকে স্থির রাখুন এবং পথপ্রদর্শক ও সুপথপ্রাপ্ত বানিয়ে দিন।) বর্ণনাকারী বলেন: জারীর (রাঃ) রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং গিয়ে সে কাবাকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে পাঠালেন; যার কুনিয়ত ছিল আবু আরতা। সেই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামরে কাছে এসে বললনে: আমরা সইে মন্দরিটকিে এমন অবস্থায় রখেে আপনার কাছে এসছেি যনে সটেি রোগরে কারণে আলকাতরা দয়ো (কালো) উট। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহমাস গোত্ররে ঘোড়া ও বীরপুরুষদরে জন্য পাঁচবার বরকতরে দোয়া করলনে।’[সহহি বুখারী (৩০২০) ও সহহি মুসলমি (২৪৭৬)]

ইবনে হাজার (রহঃ) বলনে:

এ হাদসিে উদ্ধৃত হয়ছে: যে জনিসি দ্বারা মানুষ ফতিনাগ্রস্ত হয় সটেি দূর করা শরয়ি বধিান; হোক সটেি কোনে ভবন বা অন্য কছিু; যমেন- মানুষ, প্রাণী বা ঝড় পদার্থ।[সমাপ্ত]

৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালদি বনি ওয়ালদি (রাঃ) এর নতেৃত্বে উজ্জা নামক মূর্তকিে ধ্বংস করার জন্য অভযিান পাঠয়িছেলিনে।

৫। তনিি সাদ বনি যায়দে আল-আশহালি (রাঃ) এর নতেৃত্বে মানাত নামক মূর্তকিে ধ্বংস করার জন্য অভযিান পাঠয়িছেনে।

৬। তনিি আমর বনি আ’স (রাঃ) এর নতেৃত্বে সুআ’ নামক মূর্তটিি ধ্বংসরে জন্য অভযিান পাঠয়িছেনে। এ সবগুলো অভযিান হয়ছেে মক্কা বজিয়রে পর।

[‘আল-বদিায়া ওয়ান নহিায়া’ (৪/৭১২, ৭৭৬, ৫/৮৩) এবং ড. আলী সাল্লাবীর রচতি ‘আস-সরিাতুন নাবাওয়য়িযাহ’ (২/১১৮৬)]

ইমাম নববী ‘শারহে মুসলমি’ এ تصوير (প্রতকিৃতি তরৈী, ছবি অংকন/নর্মিাণ) সম্পর্কে আলোচনা করতে গয়িে বলনে: “আলমেগণ ইজমা করছেনে যে, যটোর ছায়া আছে এমন ছবি তরৈী করা নষিদ্ধি এবং এটি বকিৃত করা আবশ্যক।”[সমাপ্ত]

যে ছবগিুলোর ছায়া হয় সগেুলো তো এই মূর্তগিুলোর মত দহেরে অবকাঠামোবশিষ্টি ছবগিুলো।

আর সাহাবায়ে করোম বজিতি দশেসমূহে প্রতমিাগুলো না ভাঙ্গার যে কথা বলা হয় সটেি নছিক ভত্তিহিীন ধারণা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাহাবীবর্গ মূর্তি ও প্রতমিা রখেে দয়োর কথা নয়। বশিষেতঃ যহেতেু ঐ যামানায় এগুলোর পূজা করা হত।

যদি বলা হয়: তাহলে এই ফরোউনদরে প্রতকিৃতি, ফনিকিীনদরে প্রতকিৃতি কংিবা অন্যান্য প্রতকিৃতগিুলো বজিয়ী সাহাবীগণ কভিাবে রখেে দলিনে?

জবাব হল: এই মূর্তগিুলোর ব্যাপারে তনিটি সম্ভাবনা রয়ছেে:

এক. এ মূর্তগিুলো এত দূরবর্তী স্থানে ছলি যে, সাহাবায়ে করোম সে সব স্থানে পৌঁছনেনি। উদাহরণস্বরূপ সাহাবীদরে মশির

জয় করার মানে এটা নয় যে, তারা মশিররে সকল স্থানে পৌঁছেছেনে।

দুই. কংিবা সইে মূর্তগিুলো দৃশ্যমান ছলি না। বরং সগেুলো ফরোউনদরে ও অন্যদরে বাসাবাড়ীর অভ্যন্তরে ছলি। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শ ছলি জালমি ও শাস্তপ্রিাপ্তদরে বাসস্থান অতক্রিমকালে দ্রুত গমন করা। বরং ঐ সমস্ত স্থানে প্রবশেরে ব্যাপারে নষিধোজ্ঞা এসছে। সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমিে এসছে যে, "তোমেরা শাস্তপ্রিাপ্তদরে এলাকায় প্রবশে করলে কবেল ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রবশে করব। যনে তাদরেকে যা পাকড়াও করছে তোমোদরেকে সটো পাকড়াও না কর।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজিরবাসীদরে এলাকা অতক্রিম করাকালে এ কথা বলছেনে। যটো ছলি সালহে আলাইহসি সালামরে কওম ছামুদ সম্প্রদায়রে বাসস্থান।

সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমিরে অপর এক রওেয়ায়তে আছ: "যদি তোমোদরে কান্না না আস তাহলে এদরে গৃহে প্রবশে করো না; যনে তাদরেকে যা পাকড়াও করছে তোমোদরেকে সটো পাকড়াও না কর।"

সাহাবায়ে করোমরে ব্যাপারে যে ধারণা রাখা যায় সটো হল তাঁরা যদি এদরে মন্দরি বা বাড়ীঘর দখেওে থাকনে তারা সগেুলোতে প্রবশে করনেনি এবং এগুলোর অভ্যন্তরে যা রয়ছে সসেব তারা দখেনেনি।

এর মাধ্যমে সাহাবায়ে করোম কর্তৃক পরিামডি এবং এর মধ্যে যা কছিু ছলি সগেুলো ধ্বংস না করার যে আপত্তি আসতে পার সটোর জবাব হয়ে যায়। তবে এর সাথে এ সম্ভাবনা রয়ছে যে, সে যামানায় পরিামডিরে প্রবশেপথগুলো বালরি স্তুপ দয়িে ঢাকা ছলি।

তনি. বর্তমানে দৃশ্যমান মূর্তগিুলো তখন বালতিে ঢাকা ছলি, অদৃশ্য ছলি কংিবা এগুলো নব আবষ্কিৃত কংিবা এগুলোকে অনকে দূরবর্তী স্থান থকেে নয়িে আসা হয়ছে; যে স্থানগুলোতে সাহাবায়ে করোম পৌঁছনেনি।

ইতহিাসবদি যরিকিলকিে পরিামডি ও আবুল হুল (একটি মূর্তরি নাম) ইত্যাদি সম্পর্কে জজ্ঞিসে করা হয় যে, যে সকল সাহাবী মশির প্রবশে করছেনে তারা কি এগুলোকে দখেছেনে? জবাবে তনিি বলনে: এ মূর্তগিুলোর অধকিাংশই ছলি বালতিে ঢাকা। বশিষেতঃ আবুল হুল।[শবিহু জাযরিাতলি আরব (৪/১১৮৮)]

যদি ধরে নয়ো হয় যে, কোন একটি মূর্তি দৃশ্যমান ছলি; বালতিে ঢাকা ছলি না; সক্ষেত্রেওে সাহাবীরা ঐ মূর্তটিকিে দখেছেনে এবং তারা ঐ মূর্তটিি ভাঙ্গতে সক্ষম ছলিনে এটা সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক।

বাস্তবতা হচ্ছে কোন কোন মূর্তি ধ্বংস করতে সাহাবায়ে করোম অক্ষম ছলিনে। কনেনা এ ধরণরে কোন কোন মূর্তি ভাঙ্গতে মশেনিারি, যন্ত্রপাতি, বস্ফিোরক ও লোকবল থাকা সত্ত্বওে বশিদনি সময় লগেছে; যগেুলো সাহাবীদরে যামানায় ছলি না।

সাহাবীরা যে এগুলো ভাঙ্গতে অক্ষম ছিলেন এর প্রমাণ হল যা ইবনে খালদুন তাঁর 'মুকাদ্দমা'-তে (পৃষ্ঠা-৩৮৩) উল্লেখ করেছেন যে, একবার খলিফা আর-রশিদ পারস্যের বাদশার প্রাসাদ ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি সেটি ভাঙ্গার কাজ শুরু করে দেন এবং এর লক্ষ্যে লোকবল জমায়েত করেন, কুঠার সংগ্রহ করেন, প্রাসাদটিকে আগুনে উত্তপ্ত করেন, এর উপরে শিরিকা ঢালেন। কিন্তু অবশেষে তিনি ব্যর্থ হন। এবং খলিফা মামুন মিশরের পিরামিডগুলো ভাঙ্গার লক্ষ্যে হাতি জড়ো করেন। কিন্তু তিনিও সক্ষম হননি।

আর মূর্তিগুলো না ভাঙ্গার পক্ষে এ কথা বলে কারণ দর্শানো যে, এ মূর্তিগুলো মানব ঐতিহ্য- এমন কথার প্রতি দৃষ্টিপাতের সুযোগ নাই। কেননা লাত, উজ্জা, হুবাল, মানাত ও অন্যান্য মূর্তিগুলোর যারা পূজা করত কুরাইশরা কিংবা আরব উপদ্বীপের অন্যান্য লোকেরা তাদের নিকট এগুলো তো মানব ঐতিহ্যই ছিল।

এগুলো ঐতিহ্য ঠিকই; কিন্তু হারাম ঐতিহ্য যা ধ্বংস করা ওয়াজিব। যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ এসে যায় তখন একজন মুমিন দেরী না করে সে নির্দেশ পালন করে। এ সমস্ত দুর্বল যুক্তি দিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশকে প্রত্যাখ্যান করে না। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: 'রাসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন, এই উদ্দেশ্যে যখন তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তখন মুমিনদের কথা হয় এটাই: তারা বলে আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি। আর তারাই সফলকাম।'[সূরা নূর, আয়াত: ৫১]

আমরা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন সকল মুসলিমকে তিনি যা পছন্দ করেন ও যেটার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট তা পালন করার তাওফিক দেন।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।